কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

মৃত মা-বাবার জন্য করণীয় আমলসমূহ

দাওয়াহ ও প্রকাশনা বিভাগ
তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

REDMI 12 22/04/2026

CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

মৃত মা-বাবার জন্য করণীয় আমলসমূহ

সম্পাদনায়

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

সংকলনে

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল

প্রকাশনায়

দাওয়াহ ও প্রকাশনা বিভাগ

তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১ মার্চ ২০১৪

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

EDMI 12

22

CamScanner

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد:

মা-বাবা দু'টি ছোট শব্দ, কিন্তু এ দু'টি শব্দের সাথে কত যে আদর, স্নেহ আর ভালবাসা রয়েছে তা পৃথিবীর কোন মাপযন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা আমাদের জন্য কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে থেকেছেন, অনেক সময় ভাল পোশাকও পরিধান করতে পারেননি, কত সময় বসে থাকতেন সন্তানের অপেক্ষায়! এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ.

অর্থ : "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচারণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।" [সূরা লুকমান : ১৪]

যাদের মা-বাবা চলে গেছেন, তারাই বুঝেন মা-বাবা কত বড় সম্পদ। যেদিন থেকে মা-বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন থেকে মনে হয় কী যেন হারিয়ে গেল, তখন বুক কেঁপে উঠে, চোখ থেকে বৃষ্টির মত পানি ঝরে, কী বা সান্ত্বনা! সেই মা-বাবা যাদের চলে গেছেন তারা কি মা-বাবার জন্য কিছুই করবে না? এত কষ্ট করে আমাদেরকে যে মা-বাবা লালন-পালন করেছেন তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? অবশ্যই আছে।

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের জন্য কী আমল করতে হবে সে বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا.

অর্থ : "আবূ আছিদ মালিক ইবনে রাবি'আ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় বনি সালামাহ গোত্রের এক লোক আগমন করে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

REDMI 12
2
CamScanner

আমার মা-বাবার জন্য কি এমন কিছু করণীয় সদাচারণ আছে যা আমি তাদের মৃত্যুর পরও করতে পারি? উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ আছে। আর তা হচ্ছে, তাদের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং তাদের মাধ্যমে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে তা রক্ষা করা।" [সুনান আবূ দাউদ : ৫১৪২, হাসান, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৫]

আলোচ্য বইয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা-বাবার জন্য কী ধরনের আমল করা যাবে এবং যে আমলের সাওয়াব তাদের নিকট পৌঁছবে তা উল্লেখ্য করা হলো :

১. মা-বাবার মৃত্যুর সংবাদ আসলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা

আল্লাহ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তাই মা-বাবার মৃত্যুর সংবাদ আসলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা । হাদীসে এসেছে, উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন কোন বান্দা নাই; যে মুসিবতে পড়ে [নিম্নোক্ত দু'আ] পাঠ করল; অথচ আল্লাহ তা'আলা থেকে এর প্রতিদান এবং ইহা হতে উত্তম বস্তু লাভ করে নাই। [সহীহ মুসলিম : ২১৬৫]

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থ : "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার কাছেই ফিরে যাব, হে আল্লাহ! আমার মুসিবতের উত্তম বদলা এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।"

২. সবর করা

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তানদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, আর এটাই স্বাভাবিক। তবে এ সময় সন্তানদেরকে সবর করতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيَّيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ মুমিন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যখন তার

কোন প্রিয়জন দুনিয়া থেকে চলে যায়, তখন সে সবর করে ও সাওয়াবের আশা করে এবং বলে যে, জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদান হতে পারে না।" [সুনান নাসাঈ : ১৮৪৮, হাসান]

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي.

অর্থ : "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন যে, এক মহিলা কবরের পাশে বসে কাঁদছে, তখন তাকে বললেন, হে মহিলা, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।" [সহীহ বুখারী : ১২৫২]

৩. দাফন সম্পন্ন করা

সালাতুল জানাযার পর সুন্নাহ পদ্ধতিতে তাদের দাফন সম্পন্ন করবে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ، وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "আবু রাফী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, তাকে চল্লিশ বার মাফ করা হয়। যে কোন মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমি কাপড় থেকে পরাবেন। আর যে কবর খনন করে এবং তাতে মৃতকে দাফন করবে, তাকে এমন প্রতিদান দেয়া হবে, যা কিয়ামাত পর্যন্ত বসবাসযোগ্য বাসস্থানের মত।" [মুসতাদরিক লিল হাকিম : ১৩০৭, সহীহ]

৪. জানাযার সালাত আদায় করা

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য দ্রুত সালাতুল জানাযার ব্যবস্থা করবে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা কর।" [সহীহ বুখারী : ১৩১৫]

সালাতুল জানাযার মধ্যে অনেক ফযিলাত রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি কোন লাশের সাথে তার জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত হাযির থাকলো, সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি তাকে দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকলো, সে দুই কীরাত সাওয়াব পাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, দুই কীরাত কী ? তিনি বললেন, দুই কীরাত বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান।" [সহীহ বুখারী : ১৩২৫]

৫. ক্ষমা প্রার্থনা করা

মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ আমল। সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

অর্থ : "আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোন বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে আমার রব, আমিতো এতো মর্যাদার আমল করিনি, কীভাবে এ আমল আসলো? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ মর্যাদা তুমি পেয়েছো।" [আলআদাবুল মুফরাদ : ৩৬]

মা-বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়ে উসমান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ وَهُوَ يُدْفَنُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ.

REDMI 12
CamScanner

অর্থ : "উসমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য অবিচলতা ও দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই সে জিজ্ঞাসিত হবে।" [সুনান আবু দাউদ : ৩২২৩, সহীহ]

৬. ঋণ পরিশোধ করা

মা-বাবার কোন ঋণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করা সন্তানদের উপর বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

অর্থ : "মুমিন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণ আত্মার সাথে থাকে।" [সুনান ইবন মাজাহ : ২৪১৩, হাসান]

ঋণ পরিশোধ না করার কারণে জান্নাতে যাওয়া স্থগিত হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে,

مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ

অর্থ : "যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার ঋণ পরিশোধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" [মুসনাদুল জামী : ১১৩৫৭, হাসান]

৭. মা-বাবার বৈধ ওসিয়ত পূর্ণ করা

মা-বাবা শরীয়াহ সম্মত কোন ওসিয়ত করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের উপর দায়িত্ব। রাশীদ বিন সুয়াইদ আসসাকাফী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ نُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: ادْعُ بِهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتِ: اللَّهُ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

অর্থ : "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা একজন দাসমুক্ত করার জন্য ওসীয়াত করে গেছেন। আর আমার নিকট কালো একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডাকো, সে আসল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলল, আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলেন আমি কে? উত্তরে সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে একজন মু'মিন নারী।" [সহীহ ইবন হিব্বান : ১৮৯]

৮. পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা

মা-বাবা মৃত্যুর পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়াহ সম্মতভাবে বণ্টন করা সন্তানদের অন্যতম কাজ। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا.

অর্থ : "(মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করবে) তার ওসিয়ত পালনের পর, যা সে ওসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। এটি আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা : ১১]

৯. দান-সাদকাহ করা

মা-বাবা বেঁচে থাকতে দান-সাদকাহ করে যেতে পারেননি বা বেঁচে থাকলে আরো দান-সাদকাহ করতেন, সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান-সাদকাহ করতে পারে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ»

অর্থ : "আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই কোন ওসিয়ত করতে পারেন নি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদকাহ করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকাহ করলে তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই পাবেন।" [সহীহ মুসলিম : ২৩৭৩]

REDMI 12
CamScanner

১০. মা-বাবার ফরয সিয়াম থেকে গেলে তাদের পক্ষ হতে তা পালন করা

মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের কোন মান্নতের সিয়াম এবং ফরয সিয়াম কাযা থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওলিগণ অর্থাৎ মৃত্যুর পর অভিভাবক সিয়াম পালন করবে।" [সহীহ বুখারী : ১৯৫২] তবে তাদের পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল পাওয়া যায় না।

১১. হাজ্জ বা উমরাহ করা

মা-বাবার পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরাহ করলে তা আদায় হবে এবং তারা উপকৃত হবে। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

অর্থ : "জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হাজ্জ করার মান্নত করেছিলেন কিন্তু তিনি তা সম্পাদন না করেই মৃত্যু বরণ করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হাজ্জ কর। তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার উপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, অবশ্যই পরিশোধ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে উহা আদায় কর। কেননা আল্লাহর দাবী পরিশোধ করার অধিক উপযোগী।" [সহীহ বুখারী : ১৮৫২] তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যিনি হাজ্জ বা উমরাহ করতে চান তার জন্য শর্ত হলো তিনি আগে নিজের হাজ্জ বা উমরাহ করবেন।

REDMI 12
22/0
CamScanner

১২. মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী করা

মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী করলে তার সাওয়াব দ্বারা তারা উপকৃত হবে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ «بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দুম্বা উপস্থিত করতে বললেন, যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো এবং পেট কালো। অতঃপর তা কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বললেন, ছুরি এনে পাথর দ্বারা ধারালো কর। তিনি তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি হাতে নিয়ে দুম্বাটিকে শুয়াইয়ে দিলেন। পশুটি যবেহ্ করার সময় বললেন, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ তুমি ইহা মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল কর, তারপর তিনি তা যবেহ করলেন।" [সহীহ মুসলিম : ৫২০৩]

১৩. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা

মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে হাদিয়া দেয়া। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রাহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে চলার সময় আব্দুল্লাহ

22/04/2026 12:02

CamScanner

রাদিআল্লাহু আনহু এর সাথে এক বেদুঈন এর দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন, যে গাধার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন তাতে তাকে তুলে নিলেন, এবং তাঁর (আব্দুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পরা ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রাহ.) বলেন, তখন আমরা আব্দুল্লাহকে বললাম, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! এরা গ্রাম্য মানুষ; সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়-(এতসব করার কী প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, তার পিতা, (আমার পিতা) উমার ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 'পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ।" [সহীহ মুসলিম : ৬৬৭৭]

মৃতদের বন্ধুদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলও আমাদেরকে উৎসাহিত করে। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন,

إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ»

অর্থ : "যখন কোন বকরী যবেহ করা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এর কিছু অংশ খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও।" [সহীহ মুসলিম : ৬৪৩১]

১৪. মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা

সন্তান তার মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি তার পিতার কবরে কোন সাওয়াব পৌঁছাতে ভালবাসে, সে যেন পিতার ভাইদের সাথে সম্পর্ক রাখে।" [সহীহ ইবন হিব্বান : ৪৩২]

১৫. কাফফারা আদায় করা

মা-বাবার কোন শপথের কাফফারা, ভুলকৃত হত্যাসহ কোন কাফফারা বাকি থাকলে সন্তান তা পূরণ করবে। আলকুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا

REDMI 12

CamScanner

অর্থ : "যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)।" [সূরা আননিসা : ৯২]

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ »

অর্থ : "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার কাফফারা অদায় করবে।" [সহীহ মুসলিম : ৪৩৬০]

১৬. মান্নত পূরণ করা

মা-বাবা কোন মান্নত করে গেলে সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «صُمْ عَنْهَا».

অর্থ : "কোন মহিলা রোযা রাখার মান্নত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন কর।" [সহীহ ইবন হিব্বান : ২৮০]

১৭. মা-বাবার ভাল কাজসমূহ জারী রাখা

মা-বাবা যেসব ভাল কাজ করে গেছেন অর্থাৎ মসজিদ তৈরি, মাদরাসা তৈরি, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিসহ যে কল্যাণমূলক কাজগুলো করে গেছেন তা যাতে অব্যাহত থাকে সন্তান হিসেবে তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভাল কাজের সাওয়াব তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। হাদীসে এসেছে,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

অর্থ : "ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে।" [সুনান আততিরমীযি : ২৬৭০]

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

REDMI 12
22/
CamScanner

অর্থ : "যে ব্যক্তি ইসলামের ভাল কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না।" [সহীহ মুসলিম : ২৩৯৮]

১৮. কবর যিয়ারত করা

সন্তান তার মা-বাবার কবর যথাসম্ভব যিয়ারত করবে। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

অর্থ : "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা কবর যিয়রাত কর, কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" [সুনান তিরমীযি : ১০৫৪ , সহীহ]

কবর যিয়ারত কোন নির্দিষ্ট দিনে করা যাবে না। কবর স্থানে উপস্থিত হয়ে বলবে,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ : "কবরবাসী মুমিন-মুসলিম আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আল্লাহ চাহেতো আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আপনাদের এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" [সহীহ মুসলিম : ২৩০২]

১৯. ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা

মা-বাবা কারো সাথে কোন ভাল কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন ওয়াদা যা তারা বেচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

অর্থ : "আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ কর হবে।" [সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪]

২০. কোন গুনাহের কাজ প্রচলন করে গেলে তা বন্ধ করা

মা-বাবা বেঁচে থাকতে কোন গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ করবে বা শরীয়াহ সম্মতভাবে সংশোধন করে দিবে। কেননা আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু

REDMI 12

CamScanner

আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

অর্থ : "এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহ্বান করবে, এ কাজের আমলকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহের কোন কমতি হবে না।" [সহীহ মুসলিম : ৬৯৮০]

২১. কারো হক নষ্ট হলে মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়া

মা-বাবা বেঁচে থাকতে কারো সাথে খারাপ আচরণ করে থাকলে, কারো উপর যুলুম করে থাকলে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ لَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، فَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيَقْعُدُ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অর্থ : "আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব, যে কিয়ামাতের দিন নামায, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে এবং সকল নেক আমল ফুরিয়ে গেলে তার বদ আমলসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [সুনান আততিরমীযি : ২৪২৮, সহীহ]

REDMI 12
22/
CamScanner

২২. বিশেষভাবে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে খালার সাথে সদাচারণ করা

মায়ের বোন খালার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। খালার সাথে সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার সাওয়াব অর্জন সম্ভব। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا

অর্থ : "ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বড় ধরনের একটি পাপ করেছি, আমার কি তাওবাহ করার কোন সুযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি মা আছেন? লোকটি বলল, না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি খালা আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর।" [সুনান তিরমিযি : ১৯০৪, সহীহ]

২৩. তাদের পক্ষ হতে লোকদের খাওয়ানো

মা-বাবা বেঁচে থাকলে তারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। তাই তাদের পক্ষ হতে লোকদের খাওয়ানোর মাধ্যমে সাওয়াব লাভ করা। এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামে উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।" [সহীহ বুখারী : ১২] তবে খাওয়ানোর জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

২৪. যাকাত আদায় করা

কোন কারণে যদি মা-বাবা যাকাত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন তবে তাদের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করা। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

অর্থ : "আল্লাহর দাবী পরিশোধ কর, কেননা আল্লাহর দাবী পরিশোধ করা অধিক উপযোগী।" [সহীহ বুখারী : ৬২০৫] ইবন হাজার রা. ফাতহুল বারীতে মৃত মা-বাবা পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

২৫. বেশি বেশি দু'আ করা

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবে। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

অর্থ : "মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল (বন্ধ হয় না) ১. সাদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান- যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু'আ করে।" [সহীহ মুসলিম : ৪৩১০]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করবো তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আলকুরআনে এসেছে,

﴿رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

অর্থ : "হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" [সূরা ইসরা : ২৪]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

অর্থ : "হে আমাদের প্রভু, রোজ কিয়ামাতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দিন।" [সূরা ইবরাহীম : ৪১] এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

﴿رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾

অর্থ : "হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।" [সূরা নূহ : ২৮]

REDMI 12

22/

CamScanner

যেসব কাজ মৃত মা-বাবার উপকারে আসবে না

আমরা মৃত মা-বাবার জন্য যেসব আমল করবো তা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের অনুকরণ ও অনুসরণ থাকতে হবে । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾

অর্থ : "এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও।" [সূরা হাশর : ৭]

কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এমন আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

অর্থ : "যে এমন ইবাদাত করল, যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হবে।" [সহীহ মুসলিম : ৪৫৯০]

যেসব কাজ মৃত মা-বাবার কোন উপকারে আসবে না সেগুলো হলো :

১. কুলখানি, চল্লিশা ও চেহলাম করা
২. মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন পড়া
৩. কবরের উপর সাতদিন পানি দেয়া ও মিলাদ মাহফিল করা
৫. কবর সাজানো বা কবর পাকা করা
৬. তাদের মৃত্যু দিবস পালন করা
৮. মৃত্যুর পর মাতম, তাকিয়া বা বিলাপ করা
৯. কবরে ফুল, মালা ও গিলাফ দেয়া
১০. কবর উঁচু করা
১১. যে ঘরে মারা গিয়েছে সে ঘরে কবরস্থ করা

আল্লাহ তা'আলা মা-বাবার জন্য করণীয় আমলগুলো করার তাওফীক দিন। আমীন!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[হাদীসের নাম্বারগুলো 'আলমাকতাবাতুশ শামিলাহ' থেকে নেয়া হয়েছে]

REDMI 12

CamScanner

দাওয়াহ সিরিজ [৭]

الأعمال للوالدين بعد موتهما

যোগাযোগ
বাড়ি # ৪২, রোড # ০৭, সেক্টর # ১৩, উত্তরা, ঢাকা
ফোন : ৮৯৬১৯৩১, ৮৯১৮৯৬৭-১১৪, ০১৮১৬১৫০৫৫৪, ০১৭৬৮৩৮০৪০৫
www.tanjimulummah.org

REDMI 12
22/04/2
CamScanner